সর্বজনীন পেনশন বার্তা

সংখ্যা-১ | ৩১ মার্চ ২০২৪ | www.upension.gov.bd | hotline +880 9610900800

"যারা পেনশনের আওতায় ছিলেন না তাদের জন্য সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা হয়েছে, যাতে করে তারা সম্মানজনকভাবে বাঁচতে পারেন। এ স্কিমে অংশগ্রহণ তাদেরকে সামাজিক মর্যাদার পাশাপাশি আর্থিক সুরক্ষা দিবে।"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি

সর্বজনীন পেনশন স্কিম

প্রেক্ষাপট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ, গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, যা সারা বিশ্বের কাছে উন্নয়নের এক বিস্ময়। একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আজ তা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশে উন্নীত হবার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের (Inclusive Development) মাধ্যমে সকল জনগণের জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে রূপান্তরের রূপরেখা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিককে সম্পৃক্ত করা এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বৈষম্যহীন সামাজিক কাঠামোয় সকল নাগরিকের বিশেষ করে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনয়নে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ২০০৮ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তন করার বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করাসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোষণা প্রদান করেন। এর ধারাবাহিকতায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ প্রণীত হয় যার অধীনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্যোগ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী জনকল্যাণমূখী পদক্ষেপ, যা সকল নাগরিকের অবসরকালীন আর্থিক মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচিত হবে। সর্বজনীন পেনশন স্কিমের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে।

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বর্তমানে ৭২.৩ বছর হলেও ভবিষ্যতে গড় আয়ু আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ এখন জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) এর সুবিধা ভোগ করছে। বর্তমানে আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬২% কর্মক্ষম। ৬৫ বছর উর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭% যারা মূলতঃ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠির উপর নির্ভরশীল। ২০৫০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ২৫% এ উন্নীত হবে। একই সাথে গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে ভবিষ্যতে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাবে বিধায় একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। ১৮ বছরের অধিক বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনা সম্ভব হলে তারা একটি সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতাভুক্ত হবেন। দেশের সকল শ্রেনী ও পেশার নাগরীককে সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যবস্থা কার্যকর হলে আমাদের বয়স্ক জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে।

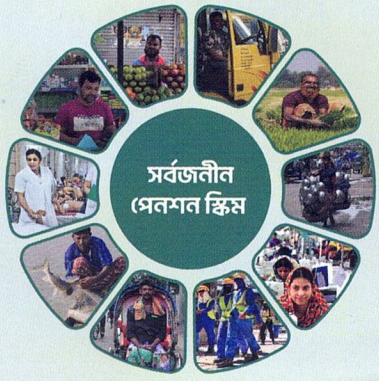

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৭ অগাস্ট ২০২৩ তারিখ সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।
- সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক "সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩" পাশ হয়েছে।
- ইতোমধ্যে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩' বাস্তবায়নে 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমালায় সর্বজনীন পেনশন এর স্কিমসমূহ, স্কিমে অংশগ্রহণের যোগ্যতা ও নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়াদি, মাসিক চাঁদার পরিমাণ, সম্ভাব্য পেনশনের পরিমাণ, নমিনী, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়াদি নির্ধারণ করা হয়েছে ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য " স্মার্ট বাংলাদেশ " বাস্তবায়নের সাথে সংগতি রেখে সম্পূর্ণ আইটি প্লাটফর্মে সর্বজনীন পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি তৈরি করা হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি www.upension.gov.bd ওয়েবসাইটে ভিজিট করে সহজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পাদন এবং অনলাইন ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ড ও মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন ।
- আইটি জ্ঞান সীমিত বা আইটি এক্সেস নেই এমন কোন ব্যক্তিও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ইন্টারনেট ক্যাফে কিংবা অন্য কারও সহায়তায় নিবন্ধন সম্পাদন করতে পারবেন ।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বৈশিষ্ট্য

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল বাংলাদেশি নাগরিক অংশ নিতে পারবেন। তবে, বিশেষ বিবেচনায় পঞ্চাশোর্ধ্ব নাগরিকগণও ১০ বছর নিরবচ্ছিন্ন জমা প্রদান করলে পেনশন সুবিধা পাবেন ।

প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণ credit card, debit card, এক্সচেঞ্জ হাউজ ও ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় বা বাংলাদেশে তিনি যে ব্যাংক একাউন্টে রেমিটেন্স প্রেরণ করেন, সে একাউন্ট হতে মাসিক চাঁদার টাকা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা করতে পারবেন।

প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ তাঁর পরিবারের ১৮ বা তদুর্ধ্ব এক বা একাধিক সদস্যের (যেমন- স্বামী, স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন) নামে উক্ত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য স্কিমে নিবন্ধন করে মাসিক চাঁদা প্রদান করতে পারবেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদত্ত জমার বিপরীতে বিনিয়োগ কর রেয়াত পাওয়া যাবে এবং মাসিক পেনশন আয়কর মুক্ত থাকবে।

পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হলে চাঁদাদাতার মাসিক পেনশন তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে এবং চাঁদাদাতা আজীবন পেনশন ভোগ করবেন ।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষে ও সোনালী ব্যাংকের মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ সচিব জনাব ফাতিমা ইয়াসমিন। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কবিরুল ইজদানী খান ও সোনালী ব্যাংক এর এমডি মহম্মদ. আফজাল করিম সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ও অগ্রণী ব্যাংকের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো: খায়েরুজ্জামান মজুমদার। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও অগ্রণী ব্যাংক এর এমডি মোঃ মুরশেদুল কবির সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এবং যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (Office of the Registrar of Joint Stock Companies and Firms) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ সচিব ড. খায়েরুজ্জামান মজুমদার। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কবিরুল ইজদানী খান ও জনাব সামাদ আল আজাদ, যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংক পিএলসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক, প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো: খায়েরুজ্জামান মজুমদার। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও নগদ লিমিটেডের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের পেমেন্ট বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো: খায়েরুজ্জামান মজুমদার। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও নগদ লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আমিনুল হক স্বাক্ষর করেন।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিশেষ অতিথি ছিলেন শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার,সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় । জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কবিরুল ইজদানী খান ও MRA এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ্ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি'র মধ্যে বাংলাদেশ সচিবালয়ে সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হয় । প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো: খায়েরুজ্জামান মজুমদার। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কবিরুল ইজদানী খান ও ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সেলিম আর. এফ. হোসেন সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

প্রগতি স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনান্স ফান্ড লিমিটেড এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রবারা) জনাব সুলেখা রানী বসু। এতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পক্ষে নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কবিরুল ইজদানী খান ও বিআইএফএফএল পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এস এম আনিসুজ্জামান স্বাক্ষর করেন।

বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম

১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ জুম প্লাটফর্মে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২৪ মার্চ ২০২৪ তারিখ জেলা প্রশাসন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আয়োজনে সর্বজনীন পেনশন স্কিম সংক্রান্ত এক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব মো: সহিদুজ্জামান।

স্কিম সমূহ

প্রবাস

বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিক চাঁদার অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় বা বাংলাদেশে তিনি যে ব্যাংক একাউন্টে রেমিটেন্স প্রেরণ করেন, সে একাউন্ট হতে জমা প্রদান করে এ স্কিমে অংশ নিতে পারবেন। পেনশন স্কিমের মেয়াদ শেষে দেশীয় মুদ্রায় পেনশন দেওয়া হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে নিবন্ধন করতে পারবেন।

মাসিক জমার পরিমাণ ২০০০, ৫০০০, ৭৫০০ ও ১০০০০ টাকা।

সুরক্ষা স্কিম

স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য এ স্কিম। কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, দোকানদার, ব্যবসায়ী, গৃহিণীসহ সব অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করে এ স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন।

মাসিক জমার পরিমাণ ১০০০, ২০০০, ৩০০০ ও ৫০০০ টাকা।

প্রগতি স্কিম

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীদের জন্য এই স্কিম।প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অথবা নিজ উদ্যোগে এককভাবে এ স্কিমে যুক্ত হওয়া যাবে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কিমে যোগ দিলে স্কিমের চাঁদার ৫০ শতাংশ কর্মী এবং বাকি অংশ প্রতিষ্ঠান দিবে।

মাসিক জমার পরিমাণ ২০০০, ৩০০০, ৫০০০ ও ১০০০০ টাকা।

সমতা স্কিম

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী প্রান্তিক চাষী, গৃহকর্মী, রিক্সাচালক, শ্রমিকসহ (যাদের আয়সীমা বাৎসরিক অনুর্ধ্ব ৬০ হাজার টাকা) স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী সমতা স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এ স্কিমের মাসিক চাঁদার হার ১০০০ টাকা, যার মধ্যে চাঁদাদাতার জমার পরিমাণ ৫০০ টাকা এবং বাকি ৫০০ টাকা দিবে সরকার।

প্রবাসে সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম

২২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ সর্বজনীন পেনশন এর 'প্রবাস' স্কিম বিষয়ে জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সচিব, অর্থ বিভাগ, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত রাষ্ট্রদূতগণ এবং সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এমডি ও সিইওগণ।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার জনাব মো: শামীম আহসান মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রবাস স্কিমে অংশগ্রহণের আহবান জানান। "প্রবাস স্কিমে অংশগ্রহণ শেষে দেশে ফিরে সুন্দর জীবন" স্লোগানে, মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর রাজ্যের ক্লাং-এ, প্রবাস স্কিম ও বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণ বিষয়ক প্রচারণা সভায় হাইকমিশনার এ আহবান জানান।

সমতা স্কিমের নিশ্চয়তা, সরকার দিবে সহায়তা

QR Code Scan for FAQs

/nationalpensionauthority

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
+৮৮ ০২২২৬৬৬৩৩২০

বিজি প্রেস: ৬৮০৮-এ-২০২৩-২৪—১০০০ কপি, ২০২৪। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।